গফিনের কাছে হার

এটিপি ফাইনালস থেকে নাম প্রত্যাহার নাদালের

লন্ডন, ১৪ নভেম্বর ঃ সপ্তাহ দুয়েক আগের প্যারিস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সরে দাঁড়ানোর সময়ই বিশেষজ্ঞরা সিঁদুরে মেঘের আশঙ্কা করেছিলেন। লন্ডনে প্র্যাকটিস করলেও কেরিয়ারের ছায়াসঙ্গী হাঁটুর বেয়াড়া চোটটা যে বছর শেষের এটিপি ফাইনালসেও ভোগাতে পারে সেটা তিনি নিজেও মেনে নিয়েছিলেন। যার ফলেই বিখ্যাত 'ফেডাল' দ্বৈরথের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। সমস্ত আশঙ্কাকে সত্যি করে ঐতিহ্যশালী এটিপি ফাইনালসের প্রথম ম্যাচে বেলজিয়ামের ডেভিড গফিনের কাছে ৭-৬(৫), ৬-৭(৪), ৬-৪ গেমে হেরে টুর্নামেন্ট থেকেই নাম প্রত্যাহার করে নিলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর তারকা রাফায়েল নাদাল। এই নিয়ে গত ১৩ বছরে ছয়বার কেরিয়ারে কখনও জিততে না পারা এই টুর্নামেন্ট থেকে নাম তুলে নিলেন স্প্যানিশ তারকা। নাদালের বদলে গ্রুপের বাকি ম্যাচ দুটি খেলবেন সতীর্থ ফ্যাবিও কারেনো বুস্টা।

সোমবার প্রথম সেট থেকেই ম্যাচের রিংটোন ঠিক করে দেন গফিন। দুবার নাদালের সার্ভিস ব্রেক করে এগিয়ে যাওয়ার পর সেটটা টাইব্রেকারে বের করে নেন বেলজিয়ান তারকা। দ্বিতীয় সেটটাও গফিনের দখলেই যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনোক্রমে সেটটা জিতে ম্যাচটাকে ডিসাইডারে নিয়ে যান নাদাল। যেখানে তাঁকে দাঁড়াতেই দেননি গফিন। হারের পর নাদাল বলেছেন, 'মরশুমের এটাই আমার শেষ ম্যাচ ছিল। বাকি দুই ম্যাচে নামতে পারব না। নিজের কথা রাখার জন্য সর্বস্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু হাঁটুর চোটটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। তবে আশার কথা এটাই যে, চোটটা নতুন কিছু নয়। আমার সাপোর্টিং স্টাফরা বিষয়টি জানে। আশা করি চোট সারিয়ে আগামী বছরের প্রথম গ্র্যান্ডস্ল্যাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামতে পারব।'

ঈশ্বরের কাছে কি গোলের প্রার্থনা করছেন বুফোঁ। -এএফপি

আমি দুঃখিত। নিজের নয়, ইতালির ফুটবলের জন্য। আগের ম্যাচে ওই একটা গোল হজমের আপশোশ সারাজীবন থাকবে। দেশের জার্সিতে আমার খেলা শেষ ম্যাচে আমরা বিশ্বকাপের সমীকরণ থেকে ছিটকে গেলাম, এটা দুঃখের। -জিয়ানলুইজি বুফোঁ

বুফোঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার

বিশ্বকাপে খেলেছেন- ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৬, ২০১০, ২০১৪

ম্যাচ- ১৭৫

অপরাজিত- ৫৮

দেশের হয়ে- ২০ বছর

বিশ্বকাপ ট্রফি- ১

বিতর্ক-কান্নায় মোড়া বিদায় বুফোঁদের

৬০ বছর পর বিশ্বকাপ মূলপর্বে নেই ইতালি

ইতালি-০ সুইডেন-০
(দু-লেগ মিলিয়ে সুইডেন ১-০ গোলে জয়ী)

মিলান, ১৪ নভেম্বর ঃ অপেক্ষাটা ছিল প্রত্যাবর্তনের, বদলে জুটল প্রবল হতাশা।

মঞ্চটা ছিল নিজেদের প্রমাণ করে দেখানোর, কিন্তু কোচের ভুল স্ট্র্যাটেজি, তারই জেরে ছন্নছাড়া ফুটবলে বিদায় ইতালির। রাশিয়া তো বটেই আর হয়তো কোনোদিনই নীল জার্সিতে দেখা যাবে না বুঁফোর মতো কিংবদন্তিকে। আরও অনেক মহাতারকার মতো তারও শেষটা হল চোখের জলে।

সুইডেনের কাছে ঘরের মাঠে আটকে দুই লেগে ০-১ ফলাফলে হেরে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকেই ছিটকে গেল ইতালি। ১৯৫৮ সালের পরে এই প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র জোগাড় করতে ব্যর্থ হল আজ্জুরিরা। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ছিটকে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই জাতীয় দলের হয়ে অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন ড্যানিয়েল ডি রোসি, আন্দ্রে বার্জালিরা। কিংবদন্তি গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি বুফোঁও একই পথ ধরলেন। ৩৯ বছরেও নিজেকে বারবার প্রমাণ করা বুফোঁ শেষবার বিশ্বকাপ খেলার যাবতীয় সম্ভাবনা এদিন রীতিমতো ট্র্যাজিক ভঙ্গিতে শেষ হয়ে গেল। খেলার শেষে কাঁদতে কাঁদতে বুফোঁ বলে গেলেন, 'আমি দুঃখিত। নিজের নয়, ইতালির ফুটবলের জন্য। আগের ম্যাচে ওই একটা গোল হজমের আপশোশ সারাজীবন থাকবে। দেশের জার্সিতে আমার খেলা শেষ ম্যাচে আমরা বিশ্বকাপের সমীকরণ থেকে ছিটকে গেলাম, এটা দুঃখের।'

ইউরোপ থেকে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ইতালি। স্পেনের কাছে হারের জেরে গ্রুপের রানার্স হয়ে দ্বিতীয় পর্বের যোগ্যতা অর্জনে খেলতে নামতে হয়েছিল তাদের। প্রথম পর্বের ম্যাচে সুইডেনের ঘরের মাঠে অতি রক্ষণাত্মক খেলতে গিয়ে ০-১ ফলে হেরে এসেছিল তারা। বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবল সমর্থকের আশা ছিল ঘরের মাঠে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াবে ইতালি। কিন্তু তেমনটা হল না। বল পজেশনে দখল রাখলেও গোলের সামনে গিয়ে বারবার খেই হারিয়েছেন ইতালির আক্রমণভাগের ফুটবলাররা। তারা যেসমস্ত আক্রমণের চেষ্টা করলেন সেটা সামলে দিল সুইডেনের রক্ষণভাগ। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই তাই পাগলের মতো আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন সুইডিশরা। সুইডেনের কোচ জানে অ্যান্ডারসন জানান, 'একসঙ্গে লড়াই করার ফলে এই জয় এসেছে। জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচের মতো চ্যাম্পিয়ন ফুটবলার যখন আমাদের দলে ছিল, তখন একভাবে খেলতাম। এখন আমরা খেলার ধরন পালটেছি। তাই এই কীর্তিতে অবদান সকলের।'

নক্ষত্রপতনের তালিকায় জুড়ল আজুরিদের নামও

১৯৫৮ সালের পরে এই প্রথমবার। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালির বিশ্বকাপে যোগ্যতাঅর্জন করতে ব্যর্থ হওয়াটা তাদের জুড়ে দিল লজ্জার তালিকাতে। হেভিওয়েট দেশগুলি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন না করতে পারার তালিকা। ১৯৯৪ সালে ফ্রান্স, ১৯৭০ সালে আর্জেন্টিনা যুক্ত হয়েছিল যেখানে।

একঝলকে

১৯৫৮- স্পেন ও ইতালি ঃ তিন দলের গ্রুপের শেষ ম্যাচে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের কাছে ১-২ ফলে হেরে বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র প্রথমবারের জন্য জোগাড় করতে পারেনি ইতালি। তবে, কিংবদন্তি আলফ্রেডো দি স্তেফানোর স্পেনের ছিটকে যাওয়াটা সেবারে ছিল সবথেকে বড়ো অঘটন। সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে ড্র ও স্কটল্যান্ডের কাছে ১-৪ ফলে হার তাদের ছিটকে দিয়েছিল।

১৯৭০ - আর্জেন্টিনা ঃ দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এখনও পর্যন্ত একবারই বিশ্বকাপের ছাড়পত্র জোগাড় করতে পারেনি। একাধিক কোচের টানা বরখাস্ত হওয়ার জেরে সেই সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছিল না আর্জেন্টিনার ফুটবলের পক্ষে। দক্ষিণ আমেরিকা পর্বের যোগ্যতাঅর্জনের ক্ষেত্রে বলিভিয়ার কাছে ১-৩ ফলে হার ও পেরুর কাছে ০-১ ফলে হার তাদের কাজটা শক্ত করে তুলেছিল। আর পরের পর্বে পেরুর সঙ্গে ২-২ ড্র তাদের যোগ্যতা অর্জনের আশায় জল ঢেলে দেয়।

১৯৭৪- ইংল্যান্ড ঃ ১৯৬৬ সালের চ্যাম্পিয়নরা ৮ বছর পরেই বড়ো হোঁচট খেয়েছিল। ওয়েলসের কাছে ০-২ ফলে হেরে ও পোল্যান্ডের কাছে ১-১ ফলে আটকে তিন দেশের গ্রুপ থেকে পরের পর্বে যেতে পারেনি ইংল্যান্ড।

১৯৮২ ও ২০১৮ - নেদারল্যান্ডস ঃ ১৯৭৪ ও ৭৮ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার পর '৮২ সালে খারাপ সময় যায় নেদারল্যান্ডসের। তারা ১৯৮২ বিশ্বকাপে ও '৮৪ ইউরো কাপে স্থান করে নিতে পারেনি। এবারেও গ্রুপপর্বে সুইডেনের কাছেই হেরে তাদের ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পাওয়ার আশা শেষ হয়ে যায়। ২ বছর আগে ইউরো কাপেও যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল ডাচরা।

১৯৯৪ - ফ্রান্স ঃ ১৯৯৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপের ছাড়পত্র জোগাড় করতে পারেনি এরিক কাঁতোনার ফ্রান্স।

এদিকে, হতাশার মাঝেই বিতর্কও সঙ্গী হল ইতালির। বলা ভালো, কোচ জিয়ামপিয়েরো ভেন্টুরার বাজে সিদ্ধান্তের জেরে ম্যাচ চলাকালীনই মেজাজ হারালেন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার। অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচকে তাকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমাকে নয় এই সময়ে ইনসিগনেকে ওয়ার্ম আপ করতে পাঠাও। আমরা ড্র করার জন্য নয় জয়ের জন্য খেলতে নেমেছি।' ম্যাচের শেষ হতে বেশি সময় বাকি না থাকায় আরেক স্ট্রাইকারকে নামিয়ে অলআউট অ্যাটাকে যাওয়ার কথাই বলতে চেয়েছিলেন ডি রোসি। ম্যাচের পরে, ডি রোসি ব্যাপারটা সামলাতে বলেন, 'ভেন্টুরার সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত বাজে সম্পর্ক নেই। তবে খেলায় অল্প সময় বাকি থাকতে ইনসিগনে সহ বাকি স্ট্রাইকারদের ওয়ার্ম আপে পাঠানোর কথা বলছিলাম। কারণ, তিনজন করে ওয়ার্ম আপে যাই আমরা।' বিশ্বের অনেক ফুটবলারও ডি রোসির সঙ্গে একমত, ভেন্টুরার অদ্ভুত স্ট্র্যাটেজি ও প্রয়োজনের সময়ে রক্ষণাত্মক মোড়কে মুড়ে থাকাটা চরমভাবে সমালোচনার সামনে পড়ছে। যদিও চরম ব্যর্থ হয়েও দায়িত্ব ছাড়ার কোনোরকম ইঙ্গিত দেননি ভেন্টুরা। মাঝে ইতালিরএকটা পেনাল্টি না পাওয়া নিয়ে হালকা সন্দেহ থাকলেও তাদের থেকে ভালো ফুটবল খেলে যোগ্য দল হিসেবেই যে সুইডেন বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

জয়ের পর বার্গকে জড়িয়ে কান্না সুইডিশ অধিনায়ক গ্র্যানভিস্টের।

বাগান তাঁবুতে রহিম, ভবিষ্যতে খেলার স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ মোহনবাগানের অনুশীলন তখন প্রায় শেষের দিকে, সাদা শার্ট এবং নীল জিনস পরিহিত এক ছেলেকে হঠাৎই দেখা গেল মাঠের ধারে। প্রথম সাক্ষাতে যে কেউই তাকে সবুজ মেরুনের অনুশীলন দেখতে আসা বাগান সমর্থক ভেবে ভুল করবে। কিন্তু তাকে ঘিরে বাগান কর্তাদের শতব্যস্ততা দেখার পর ভুল ভাঙতে দেরি লাগল না। ছেলেটি রহিম আলি। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ খেলা বাঙালি বিশ্বকাপার। এদিন সনিদের অনুশীলনে সেই আলোচনার কেন্দ্রে।

সাইডলাইনের ধারে বসে বেশ কিছুক্ষণ অনুশীলন দেখে রহিম। সেই সময় বাগানের চিফ কোচ সঞ্জয় সেনের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা গেল রহিমকে। অনুশীলনের পর মাঠের মধ্যেই দলের ফুটবলারদের সঙ্গে বিশ্বকাপ খেলা রহিমের পরিচয় করিয়ে দিতে তাকে মাঠের মধ্যেই ডেকে নেন কোচ সঞ্জয়। সনি, শিলটন, ইউতাদের সঙ্গে আলাপের পর নিজের উচ্ছ্বাস গোপন করতে পারল না এই তরুণ ফুটবলার। এরপর বাগান তাঁবুতে দীর্ঘক্ষণ মোহনবাগানের শীর্ষকর্তা সৃঞ্জয় বসু ও দেবাশিস দত্তের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখা যায় রহিমকে।

সবুজ মেরুন কর্তাদের সঙ্গে কী নিয়ে কথা হল সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ দলের স্ট্রাইকার জানায়, 'মোহনবাগানে আসতে পেরে দারুণ লাগছে। আই লিগের প্রস্তুতির আগে ইচ্ছে ছিল স্যারের (অমিয় ঘোষ) সঙ্গে দেখা করার। স্যার আজ আসতে বলেছিলেন। খুব ভালো লাগল সঞ্জয় সেনের সঙ্গে দেখা করতে পেরে।' মোহনবাগানের জুনিয়ার দল থেকেই তার উত্থান। এই ক্লাবের কাছে যে সে ঋণী তা জানিয়েছে রহিম। পাশাপাশি ভবিষ্যতে পালতোলা নৌকার জার্সি গায়ে যে তাকে মাঠে খেলতে দেখা যাবে, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত করে জানায় সে। রহিম বলে, 'এই মরশুমে মোহনবাগান জার্সি গায়ে খেলার সুযোগ না পেলেও ভবিষ্যতে এই ক্লাবের হয়ে খেলতে চাই।'

যে সবুজ মেরুন ফুটবলারদের সঙ্গে আজ সৌহার্দ্য বিনিময় করে গেল ব্যারাকপুরের রহিম আলি, সেই সনি-নর্ডিদের বিরুদ্ধেই আই লিগে খেলতে নামতে হবে। লিগে সিনিয়র দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে হবে জেনেও ঘাবড়াচ্ছেন না ইন্ডিয়ান অ্যারোজের এই ফুটবলার। তার সাফ কথা, 'মোহনবাগান দল সহ লিগে যে দলগুলির বিরুদ্ধে খেলব সেই সব দলের বিপক্ষে নিজের একশো শতাংশের বেশি দেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ আমরা ছাড়া বাকি সব দলের ফুটবলাররাই অনেক সিনিয়র। ফলে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জিততে গেলে লড়তে হবে।' বিশ্বকাপার তকমা তাকে আনন্দ দিচ্ছে সেটা মেনে নিয়েও নিজেকে আরও মেলে ধরার অঙ্গীকার রহিমের কণ্ঠে।

এদিকে, মোহনবাগান অনুশীলনে এদিন চিফ কোচ সঞ্জয় সেন দলের ফুটবলারদের ফিটনেস বাড়াতে বিশেষ জোর দেন। দলের সব ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা এক জায়গায় নেই। সে প্রসঙ্গে কোচ বলেন, 'প্রস্তুতি ম্যাচগুলোতে খেলার সময় ফিটনেসের অভাবে দাঁড়িয়ে পড়ছিল দল।' তাই ডিপান্ডা ডিকা, দিয়েগো পেরেরাদের ফিটনেসের উপর বাড়তি নজর বাগান কোচের। এদিন অনুশীলনে হাতে চোট পান মোহনবাগান গোলকিপার শিবিনরাজ। তাঁর চোট কতটা গুরুতর তা স্পষ্ট করেনি টিম ম্যানেজমেন্ট। এর পাশাপাশি এদিন বাগান অনুশীলনে ভিডিয়ো অ্যানালিস্টেরও সাহায্য নিতে দেখা যায় কোচকে। যদিও সঞ্জয় সেন জানান, 'ভিডিয়ো অ্যানালিসিস্ট আনা হলেও ফুটবলারদের সঙ্গে এই নিয়ে আমি কোনো আলোচনায় বসিনি। ওরা নিজেরাই নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নিতে ভিডিয়ো অ্যানালিসিস্টের সঙ্গে বসেছিল। মাঠে অনুশীলনের পর কোথায় ভুল হচ্ছে সেটা যাতে ফুটবলাররা চাক্ষুষ করতে পারে তাই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে, মাঠ পরিচর্যার জন্য একটি সংস্থার সঙ্গে কথা বলছে মোহনবাগান। মোহনবাগানের সহসচিব সৃঞ্জয় বসু এদিন জানান, 'যারা যুবভারতীর মাঠের ঘাস রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে এই নিয়ে আমরা কথা বলেছি। এই নিয়ে এখনও কোনো স্থির সিদ্ধান্ত ক্লাবের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি।' পরিকাঠামো তৈরির জন্য কাজ শুরু করার দিকে এটাই হতে চলেছে বাগানের প্রথম পদক্ষেপ।

মোহনবাগান মাঠে সঞ্জয় সেনের সঙ্গে রহিম। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

রিয়াল-রোনাল্ডো সম্পর্কে ইতি আগামী বছরেই!

মাদ্রিদ, ১৪ নভেম্বর ঃ সময় এগোনোর সঙ্গে জোরদার হচ্ছে জল্পনাটা। স্পেনের মিডিয়া দাবি করতে শুরু করেছে, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও রিয়াল মাদ্রিদের মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। তার জেরে আগামী বছরেই হয়তো গ্যালাকটিকোস শিবির ছাড়তে পারেন সিআরসেভেন। এমনিতেই পাঁচবারের বিশ্বসেরা ফুটবলার এই মরশুমে বেশ খারাপ ছন্দে রয়েছেন। রিয়ালও মরশুমের শুরুতে একাধিক ধাক্কা খেয়েছে। তবে জিনেদিন জিদান ব্রিগেড তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া চালু করেছে। আন্তর্জাতিক বিরতির আগে লাস পালমাসকে হারিয়ে ছন্দে ফিরেছে তারা। তবে দলের জয়ের পরেও রোনাল্ডোর বেশ হতাশ থাকার অভিব্যক্তিকে সম্বল করে স্পেনে শুরু হয়েছে জোরদার জল্পনা। রোনাল্ডোর লাস পালমাস ম্যাচে গোল না পাওয়াকে জিদান, র‍্যামোস, মার্সেলোরা তার হতাশার কারণ হিসেবে জানালেও, স্প্যানিশ মিডিয়ার দাবি সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সিআরসেভেনের অখুশি থাকাটা। গতবছরও পোর্তুগিজ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে রোনাল্ডোর রিয়াল ছাড়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরে উদ্‌বেল হয়েছিল গোটা ফুটবলবিশ্ব। যদিও তেমন কিছুই হয়নি। তাই একাধিক রোনাল্ডো সমর্থকই আশা করছেন, এবারও জল্পনাটা স্রেফ গুজবের থেকে বেশি কিছু নয়। তবে, স্পেনের সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজও নাকি রোনাল্ডোর ক্লাব-বিরোধী মন্তব্যে রুষ্ট। কয়েকদিন আগে নেইমারের বাবার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ জল্পনাটা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। জল্পনা ছড়িয়েছিল, রিয়ালের সঙ্গে রোনাল্ডোর ২০২১ সালে চুক্তি শেষে তাকে আর রাখা হবে না দলে। বরং পরিবর্ত হিসেবে আনা হবে নেইমার জুনিয়ারকে। এবারে সেই জল্পনার রেশ বাড়িয়ে, স্পেনের সংবাদমাধ্যমের দাবি, ২০২১ নয় হয়তো পরের বছরই চুক্তি ভেঙে রিয়াল ছাড়বেন রোনাল্ডো।

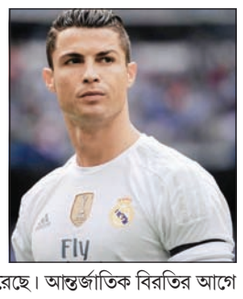

অনুষ্ঠান নানা চ্যানেলে

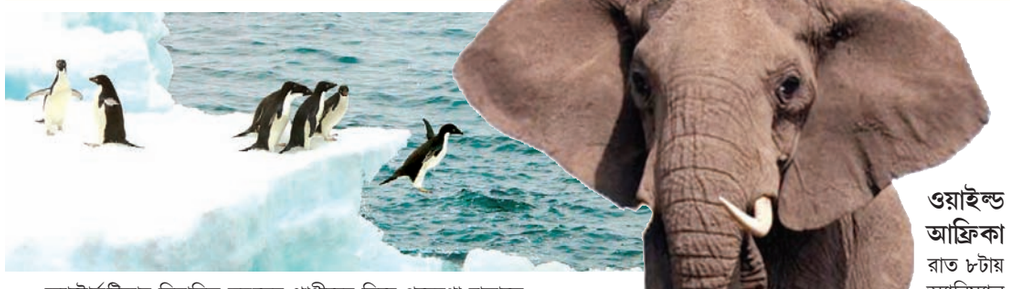

অ্যান্টার্কটিকার হিমায়িত সমুদ্রের প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে কেমন অভিজ্ঞতা হল বিজ্ঞানীদের ? **কনটিনেন্ট সেভেন : অ্যান্টার্কটিকা** সন্ধে ৭টায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে

ঠাকুর ভক্তদের নির্দেশ দেন কালীপুজো শ্যামপুকুর বাটিতেই হবে। পুজোর দিন ভক্তরা বিভ্রান্ত! কেমন হবে মায়ের মুখ ? ঠাকুর তো কোনো নির্দেশই দেননি তাদের ? এদিকে গিরীশ পুজোর ফুল এবং মিষ্টান্ন নিয়ে চলে এসেছেন-তারপর ? **জগৎ জননী মা সারদা** সন্ধে সাড়ে ৬টায় আকাশ আট-এ

ওয়াইল্ড আফ্রিকা রাত ৮টায় অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে

ডিডি বাংলা ঃ দুপুর ২.০০ সংবাদ, ২.৩০ আজকের রান্না, বিকেল ৩.০০ অর্থনীতির দুনিয়া, ৪.০০ মন নিয়ে, ৫.০০ পাঁচ মিনিটে পনেরোটি খবর, ৫.০৫ ছায়াছবির গান, ৫.৩০ কৃষি দর্শন, সন্ধে ৬.৩০ সুস্বাস্থ্য, ৭.৩০ যুক্তি তক্কো, রাত ৯.০৫ গান অন্তহীন, ১০.০০ সংবাদ প্রবাহ

শ্বশুরের আশীর্বাদ নিয়ে জীবনে প্রথম মঞ্চে গাইবে পরমেশ্বরী! **অন্দরমহল** রাত সাড়ে ৯টায় জি বাংলায়

টাটকা এবং সুস্বাদু জাপানি খাবারের ডিস তৈরির রেসিপি জানতে দেখুন **ফুড অ্যাট নাইন** রাত ৯টায় ফক্স লাইফ-এ

নুডলস, প্যানকেক এবং ফুটস্ শেক তৈরি করার কৌশল শিখে নিন **রাঁধুনি** অনুষ্ঠানে সন্ধে ৬টায় আকাশ আট-এ

ডিডি বাংলা ঃ বেলা ১১.০৫ কোরাস
আকাশ আট ঃ দুপুর ১.৩০ প্রেমসঙ্গী
জলসা মুভিজ ঃ বেলা ১১.০০ হিরোগিরি, দুপুর ২.২৫ বস, বিকেল ৫.৩০ ১০০% লভ, রাত ৯.০০ দিওয়ানা
জি বাংলা সিনেমা ঃ সকাল ১০.০০ কেলোদা ইন কাশ্মীর, দুপুর ১২.০০ বেনাম, ২.৫৫ স্বর্গ তোমার চরণে, সন্ধে ৬.১৫ জ্বালামুখী, রাত ৮.৪৫ ওলটপালট
স্টার গোল্ড ঃ সকাল ১০.৩৫ বেবি, দুপুর ২.০৫ টিউবলাইট, বিকেল ৫.০০ আ জেন্টলম্যান ঃ সুন্দর, সুশীল, রিস্কি, সন্ধে ৭.৫৫ প্রেম রতন ধন পায়ো, রাত ১১.২০ টিশুম
সেট ম্যাক্স টু ঃ দুপুর ১২.০০ মুঝসে দোস্তি করোগে ! বিকেল ৩.২৬ বিচ্ছু, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.৫৪ ভিরানা